সংবাদ

তারিখ 02 MAR 2014
পৃষ্ঠা ৭ ... ৫

অর্থ সংকট দুর্নীতি অব্যবস্থাপনা

ডুবতে বসেছে শিক্ষার মানোন্নয়নের ২৭ প্রকল্প

● বন্ধের উপক্রম উচ্চাভিলাষী প্রকল্পসমূহ

রাকিব উদ্দিন

অর্থ সংস্থানের কথা বিবেচনায় না নিয়ে প্রকল্প গ্রহণ করায় বাস্তবায়ন হুমকির মুখে পড়েছে দেশীয় অর্থায়নে পরিচালিত শিক্ষার মানোন্নয়নের প্রকল্পগুলো। দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনায় ডুবতে বসেছে দাতা সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পগুলো। প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে দরপত্র আহ্বান করায় দুটি প্রকল্প এখন বন্ধের উপক্রম হয়েছে। এই অবস্থায় বেশকিছু প্রকল্পের আকার কাটছাঁটের চিন্তাভাবনা করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষার মানোন্নয়নে দেশীয় ও দাতা সংস্থার অর্থায়নে মোট ২৭টি প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে।

এছাড়াও সময়মতো ডিপিপি (উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা) সংশোধনের উদ্যোগ না নেয়ায় দুটি উপবৃত্তি প্রকল্প বন্ধের উপক্রম হয়েছে। প্রকল্প দুটি হলো- 'উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান (৪র্থ পর্যায়)' এবং 'সেকেন্ডারি এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট' বা এসইএসপি। মাউশির পরিকল্পনা শাখার কর্মকর্তারা জানান, পিডিদের গাফিলতির জন্যই এই দুটি প্রকল্পের কার্যক্রম বন্ধের পথে।

এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে দুই পিডির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা কোন মন্তব্য করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। তবে মাউশির পরিকল্পনা শাখার কর্মকর্তারা জানান, ব্যর্থতা ঢাকতে দুই পিডি অন্যত্র বদলি হওয়ার চেষ্টা করছেন।

এ বিষয়ে মাউশির পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) প্রফেসর ড. সিরাজুল হক সংবাদকে বলেন, 'আর্থিক সংকট আছে। এর মধ্য দিয়েই বরাদ্দকৃত অর্থের সমন্বয় করে প্রকল্পগুলো পরিচালনা

শিক্ষার : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

শিক্ষার : ২৭ প্রকল্প

(১৫ পৃষ্ঠার পর)

করা হবে।' জানা গেছে, বর্তমানে উন্নয়ন বাজেটে মাউশির অধীনে ১৫টি প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। এগুলোর জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ২০১৩-১৪তে বরাদ্দ আছে ১২৮৪ কোটি টাকা। কিন্তু বরাদ্দ চাওয়া হয়েছিল ১৪১০ কোটি টাকা। এতে কিছু প্রকল্পের অর্থ কাটছাঁট করতে হচ্ছে। বাকি প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন হচ্ছে দাতা সংস্থার অর্থায়নে। মাউশির পরিকল্পনা শাখা জানায়, এডিপিতে বরাদ্দ কম থাকায় সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (আরএডিপি) উন্নয়ন বাজেট কাটছাঁট করতে হচ্ছে। এতে দেশীয় অর্থে বাস্তবায়ন হওয়া প্রায় সবকটি প্রকল্পই আর্থিক সংকটে ভুগবে।

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানায়, জেলা সদরে অবস্থিত ৭০ সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য আরএডিপিতে বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে প্রায় ১০০ কোটি টাকা। কিন্তু এই প্রকল্পের অনুকূলে প্রস্তাবিত বরাদ্দ রাখা হয়েছে সর্বোচ্চ ৬০ কোটি টাকা।

এছাড়া সকল মহানগরীতে নতুন করে ১১টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৬টি মহাবিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প, ৩০৫টি উপজেলা সদরে নির্বাচিত বেসরকারি বিদ্যালয়কে মডেল বিদ্যালয়ে রূপান্তর প্রকল্প এবং সিলেট, বরিশাল ও খুলনা শহরে ৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পও চরম অর্থ সংকটে আছে।

বরাদ্দ ছাড়াই দরপত্র ও কার্যাদেশ :

সারাদেশের নির্বাচিত এক হাজার ৫০০ বেসরকারি কলেজে নতুন ভবন নির্মাণ প্রকল্পের অনুকূলে নতুন অর্থবছরে টাকা বরাদ্দ না থাকলেও দরপত্র আহ্বান করে ৯৪৪টি কলেজের উন্নয়নের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। দশম সংসদ নির্বাচনের আগে তড়িঘড়ি করে এসব দরপত্র আহ্বান করা হয়। এসব দরপত্র অনুযায়ী কার্যাদেশ পেয়ে উন্নয়ন কাজও শুরু করেছে ঠিকাদাররা। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ প্রকল্পের অনুকূলে কোন অর্থ বরাদ্দ রাখেনি। 'তথ্যপ্রযুক্তির সহায়ক শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন' প্রকল্পের পরিচালক (পিডি) ড. এবিএম শাহ জালাল। প্রকল্পের অব্যবস্থাপনার জন্য তাকেই দায়ী করছেন মাউশির কর্মকর্তারা। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক (পিডি) ড. এবিএম শাহ জালাল দাবি করেন, '৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে। ইতোমধ্যে ছয় শতাধিক কলেজের উন্নয়নের জন্য প্রায় ৯০০ কোটি টাকার কাজের দরপত্র আহ্বান করে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। আগামী অর্থবছরের জন্য [illegible] কোটি টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। ডিপিপি বা উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুযায়ী এ প্রকল্পের অধীনে প্রত্যেকটি কলেজে গড়ে প্রায় দেড় কোটি টাকার অবকাঠামো উন্নয়ন হওয়ার কথা। ঠিকাদাররাও ভালোভাবে না জেনে এই প্রকল্পের দরপত্রে অংশ নিয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) সংশ্লিষ্ট পরিচালকের হঠকারী সিদ্ধান্তে এই উচ্চাভিলাষী প্রকল্পের বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এখন শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ প্রকল্প বাতিলের চিন্তাভাবনা করছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গত ২৯ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) পর্যালোচনা সভায় প্রায় সবকটি প্রকল্পের পরিচালক (পিডি) অর্থ বরাদ্দ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এ সময় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ আপাতত নতুন কোন প্রকল্প গ্রহণ না করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন। এরপরও নতুন আরও একাধিক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করছেন মাউশির পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও একের পর এক প্রকল্প গ্রহণের কারণেই এগুলো চরম অর্থ সংকটে পড়েছে। মূলত প্রকল্পের অর্থে বিলাসিতা-বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও কর্মশালার নামে মোটা অঙ্কের অর্থ সমাপনী নেয়ার জন্যই শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর (ইইডি), মাউশি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আমলারাই অধিকাংশ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। মাউশির পরিকল্পনা অনুবিভাগ এবং মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগের ভুল সিদ্ধান্তের কারণে কিছু প্রকল্পে দুর্নীতি ও অর্থ তছরুপের ঘটনাও ঘটছে। এ নিয়ে মাউশি ও পিডিদের বিরোধ তুঙ্গে। এদিকে দাতা সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পগুলোতে বৃদ্ধি পেয়েছে দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা ও ভ্রমণ বিলাস। শিক্ষামন্ত্রীর বারবার সতর্কবাণী সত্ত্বেও কমছে না প্রকল্পের অর্থের যথেচ্ছ ব্যবহার ও ভ্রমণ বিলাস। দুর্নীতি, অপচয় ও ভ্রমণ বিলাসের অপবাদ ঢাকতে প্রকল্পের প্রথম অংশ শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয় অংশের নাম পরিবর্তনের ঘটনাও ঘটছে।

ভুল ডিপিপির জন্য চাকরি হারাচ্ছেন ৭৮০ কর্মকর্তা-কর্মচারী :

সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের (এসইএসডিপি) বাস্তবায়নের মেয়াদ ছিল ২০০৭ সালের জুলাই থেকে ২০১৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত। দ্বিতীয় মেয়াদে এই প্রকল্পের নামকরণ করা হয়েছে সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (এসইএসআইপি বা সেসিপ)। আগের প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরি রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপিতে নতুন করে জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের ন্যূনতম পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাগত যোগ্যতার শর্ত পরিবর্তন করা হয়েছে। এতে প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের ৭৮০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী চাকরি হারাবেন। কারণ তাদের চাকরির বয়স পাঁচ বছর হয়নি। অভিযোগ উঠেছে, মাউশি ও প্রকল্পের কর্মকর্তারা নতুন করে জনবল নিয়োগ দিয়ে বাণিজ্য করতেই এই জটিলতা সৃষ্টি করেছে। এছাড়াও সংশ্লিষ্টদের গাফিলতির জন্য ৭৮০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর দুই মাসের বেতন ও বকেয়া পড়েছে।

বকেয়া বেতন ও চাকরি ফেরত পাওয়ার দাবিতে এসইএসডিপি ৭৮০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী গত ২৩ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা ভবনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেছেন। শিক্ষা ভবনে প্রকল্পের কার্যালয়ের সামনে তারা এ বিক্ষোভ করেন। তারা পিডি ও মাউশির পরিচালকের অপসারণ দাবি করে বিভিন্ন স্লোগানও দেন।

এসইএসডিপি প্রকল্পের একাডেমিক সুপার ভাইজার মফিজুল ইসলাম জানান, প্রকল্প কর্মকর্তা (পিডি) রতন কুমার রায় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের উন্নয়ন ও পরিকল্পনা পরিচালক প্রফেসর ড. সিরাজুল হকের গাফিলতি ও অদক্ষতাই ৭৮০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর চাকরি হুমকির মুখে পড়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রফেসর ড. সিরাজুল হক সংবাদকে বলেন, 'আমার একার ইচ্ছায় প্রকল্প প্রস্তাবনা পাস হয়নি।' প্রসঙ্গত, সৃজনশীল পদ্ধতি, কারিকুলাম উন্নয়ন, এসবিএ, আইসিটিসহ বিভিন্ন সংস্কারমূলক কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়েছে এই প্রকল্পের মাধ্যমে।